বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা

নবম শ্রেণি

* প্রাচীন ও মধ্যযুগের গুরুত্বপূর্ণ রাজবংশ ও শাসন ব্যবস্থার একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের গুরুত্বপূর্ণ রাজবংশ ও শাসন ব্যবস্থা

প্রাচীন বাংলার গুরুত্বপূর্ণ রাজবংশ: পাল রাজাদের শাসনকাল থেকে ধারাবাহিকভাবে বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। এর আগের ইতিহাস খুঁজে পাওয়া সহজ নয়। এ সময়কালে কোন শাসকই দীর্ঘদিন সমগ্র বাংলা শাসন করতে পারেনি। তাই বিচ্ছিন্নভাবে বাংলার রাজনৈতিক জীবনের বিকাশ ঘটেছে। নিচে বাংলার গুরুত্বপূর্ণ রাজবংশের নাম উল্লেখ করা হলো:

* মৌর্য ও গুপ্ত বংশ
* খড়গ বংশ
* সেন বংশ
* বর্ম বংশ
* পাল বংশ
* দেব বংশ
* চন্দ্র বংশ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

প্রাচীন বাংলার শাসন ব্যবস্থাঃ গুপ্ত শাসনের পূর্বে প্রাচীন বাংলার রাজ্য শাসন পদ্ধতি সম্বন্ধে সঠিক কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। এদেশে গুপ্ত শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বে কৌম সমাজ ছিল সর্বেসর্বা। তখন রাজা ছিল না রাজতন্ত্র ছিল না। তবু শাসন পদ্ধতি সামান্য মাত্রায় ছিল। তখন মানুষ একসাথে বসবাস করত।

- গুপ্তদের সময় বাংলার শাসন পদ্ধতির পরিষ্কার বিবরণ পাওয়া বাংলার যে অংশ গুপ্ত সম্রাটদের সরাসরি শাসনে ছিল না। তা "মহারাজা" উপাধিধারী মহাসামন্তগন আলাদাভাবে শাসন করতেন। এ সব সামন্ত রাজা সমসময় গুপ্ত সম্রাটের কর্তৃত্ব মেনে চলতেন। ধীরে ধীরে বাংলায় গুপ্ত সম্রাজ্যের শাসন চালু হয়। এ মহাসামন্তদের অধীনে বহু কর্মচারী নিযুক্ত করতেন।

- ষষ্ঠ শতকের উত্তর - পশ্চিমবাংলায় গুপ্ত বংশের শাসন শেষ হয়ে যায়। তারপর প্রতিষ্ঠা পায় পাল বংশের শাসন বঙ্গে নতুন যুগের সূচনা হয়। পাল বংশের চতুর্থ শতকের রাজত্বকালে বঙ্গে তাদের শাসন ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের শাসন বিভাগের সর্বোচ্চ ছিলেন স্বয়ং রাজা। এ সময় থেকে সর্বপ্রথম একজন প্রধানমন্ত্রী বা প্রধান সচিবের উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন সর্বপ্রধান কর্ম রাজকর্মচারী।

রাজ্যের সকল প্রকার শাসন কাজের জন্য কতগুলো নির্দিষ্ট শাসন বিভাগ ছিল এর প্রতিটি বিভাগের জন্য একজন অধ্যক্ষ নিযুক্ত থাকতেন। গুপ্তদের মতো পালদের সময়ও সামন্ত রাজাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। পাল রাজ্যে যে শাসন পদ্ধতি প্রচলিত হয়েছিল তার পরবর্তী সময়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজবংশের রাজত্বকালে রাষ্ট্র শাসনের আদর্শ হিসাবে তা স্বীকৃতি লাভ করে। মোটামুটি ভাবে এই ছিল প্রাচীন বাংলার শাসন পদ্ধতি।

মধ্যযুগের রাজবংশ: মুসলমানের শাসনের সূচনা কালকে বাংলার মধ্যযুগের শুরু বলা হয়। মুসলমানদের বঙ্গ বিজয়ের ফলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শুধু পরিবর্তন আসেনি। এর ফলে বঙ্গের সমাজ ধর্ম অর্থনীতি ভাষা ও সাহিত্যে শিল্পকলাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে। বাংলায় সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য মধ্যযুগীয় রাজবংশের ভূমিকা ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ। নিচে বাংলার মধ্যযুগীয় রাজবংশের নাম উল্লেখ করা হলো—

- ইলিয়াস শাহী বংশ
- হোসেন শাহী বংশ
- তুর্কি শাসন
- বারো ভূঁইয়া

আরো অনেক রাজবংশ রয়েছে মধ্যযুগে যাদের অবদান অনস্বীকার্য।

মধ্যযুগের শাসন ব্যবস্থা : বাংলায় মধ্যযুগের মুসলমান শাসনের ইতিহাসে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য (১২০৪–১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দ)।

তুর্কি শাসনের ইতিহাস : এ পর্বের প্রথম পর্যায়ে ছিল ১২০৪ থেকে ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। তাদের কেউ ছিলেন বখতিয়ারের সহযোদ্ধা খলজি মালিক, আবার কেউ তুর্কি বংশের শাসক। মুসলিম শাসনের এ যুগ ছিল বিদ্রোহ বিশৃঙ্খলায় পূর্ণ। তাই ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারানী বাংলাদেশের নাম দিয়েছিলেন "বুলগাকপুর" অর্থ বিদ্রোহের নগরী।

সুলতান গিয়াসউদ্দিন ইওজ খলজি : বখতিয়ার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বাংলার মুসলমান রাজ্যকে শক্তিশালী ও সুদৃঢ় করতে সুলতান গিয়াসউদ্দিন ইওয়াজ ইওজ খলজি সচেষ্ট হয়েছিলেন। শাসনকার্যের সুবিধার জন্য তিনি রাজধানী দেবকোট থেকে গৌড় বা লখনৌতিতে স্থানান্তর করেন। রাজধানীর প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার জন্য বসনকুট নামক স্থানে একটি দুর্গ নির্মান করেন। বার্ষিক বন্যার হাত থেকে লখনৌতি ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলকে রক্ষা করার জন্য তিনি বেশ কিছু খাল নির্মান করেন। ইওজ খলজির মৃত্যুর পর থেকে ১২৮৭ খ্রিস্টাব্দ

পর্যন্ত ৬০ বছর বাংলা দিল্লির মুসলমান শাসকদের একটি প্রদেশে পরিগণিত হয়। এ সময় ১৫ জন শাসনকর্তা বাংলা শাসন করেন।

✱ ১২৪৭ - ১২৫১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা শাসন করেন জালালউদ্দিন মাসুদ জানি। তিনি শান্তি ফিরিয়ে আনতে অক্ষম হন। পরবর্তী শাসন ছিলেন অযোধ্যার শাসনকর্তা মালিক ইখতিয়ার উদ্দিন ইউজবক। যথেষ্ট শক্তি অর্জন করার পর মাসুদ জানি ১২৫৫ খ্রিস্টাব্দে মুঘিউদ্দিন উপাধি ধারণ করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তিনি ১২৫৭ খ্রিস্টাব্দে নিহত হন।

পরিশেষে বলা যায়, প্রাচীন ও মধ্যযুগের গুরুত্বপূর্ণ রাজবংশ ও শাসন ব্যবস্থায় উপরিউক্ত তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।